গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মসংস্থান শাখা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বাস্তবায়ন বিষয়ক ৯ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. সেলিনা আক্তার অতিরিক্ত সচিব
সভার তারিখ	০৮ নভেম্বর ২০২১
সভার সময়	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ঘ ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই তিনি এসডিজি বাস্তবায়ন সরকারের একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার অনুরোধ করেন। তিনি সভায় উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে আলোচনা শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (কর্মসংস্থান) ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন-কে অনুরোধ জানান।

০২। এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভার পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। এর মধ্যে ৮নং অভীষ্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্য থেকে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। ৮.৬ টার্গেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কো লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া আরোও ১৩ টি টার্গেটের ১৪ টি ইন্ডিকেটরে এসোসেয়েট মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের ৫ জন কর্মকর্তাকে ৫টি ইন্ডিকেটরের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদানে ডাটা প্রস্তুতির জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধিদপ্তর ও সংস্থা সমূহের এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটিতে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এগুলোর তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এসডিজি উইন্ডোতে আপলোড করা হয়েছে।

০৩। জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। এর প্রেক্ষিতে ইন্ডিকেটর ৮.৫.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব, বেগম শাহানা জামান বলেন, বিভিন্ন সেক্টরে নারী-পুরুষ সমান হারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা এ ইন্ডিকেটরের মুখ্য কাজ। তিনি আরও বলেন, শতকরা ৫০ ভাগ সেক্টরে মজুরি নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৫ ভাগ সেক্টরে মজুরি নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগের কাজ প্রাথমিক অবস্থা রয়েছে। চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড সভায় বলেন, মালিক পক্ষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে নারী-পুরুষ সমান হারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোন Gender discrimination করা হয় না। তাছাড়া ঘন্টা হিসেবে ইনকাম বৃদ্ধির করাটাই এই ইন্ডিকেটরের মূখ্য বিষয়। ইন্ডিকেটর ৮.৫.২-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব, শ্রম শাখার অনুপস্থিতিতে এ বিষয়ে জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন বলেন, পেশা, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিভেদে বেকারত্বের হার হ্রাস করাই এ ইন্ডিকেটরের মুখ্য কাজ। পেশা, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিভেদে বেকারত্বের হার হ্রাস করার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বেকারত্বের হার হ্রাস করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

০৪। ইন্ডিকেটর ৮.৭.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব (রপ্তানিমূখী শিল্প) উপস্থিত না থাকায় জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন সভায় জানান, এ ইন্ডিকেটরের মূল উদ্দেশ্য লিঙ্গ ও বয়স ভেদে শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ২০৩০

সালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হ্রাস করা। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ২০২৫ সালের পূর্বেই সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি (রেশম, ট্যানারি, সিরামিক, গ্লাস, জাহাজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা শিল্প) সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া ৮টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন মুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প' চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসহ ১৪টি অঞ্চলে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারি-জুন ২০২২ পযর্ন্ত ৬ মাস মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং জুলাই-অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ৪ মাস মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক আরও একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পে ইতোমধ্যে একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক জানান, ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তিতে ৫,০০০ শিশুশ্রম নিরসন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩৬৯টি কারখানা হতে ৫০৮৮ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে শিশুশ্রমের বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৯৮টি। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ৬০৭টি কারখানা হতে ১০৪০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়েছে এবং এ সময়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে ১৪টি। ২০২৫ সালের পূর্বেই সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততায় ন্যাশনাল প্ল্যান অফ একশন (NPA) প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক ০১ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৫। ইন্ডিকেটর ৮.৮.১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপসচিব, সমন্বয় শাখা উপস্থিত না থাকার কারণে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, ডাইফ বলেন, লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থা ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্নক এবং মারাত্নক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার হ্রাস করার বিষয়টি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ইন্ডিকেটরের ডাটা এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করাও ডাইফের দায়িত্ব। এ বিষয়ে মিজ তাম্মিন হক, সহকারী মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, ইন্ডিকেটর ৮.৮.১-এর আহত হবার ঘটনার হার হ্রাস করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে প্রতিনিয়ত কারখানা পরিদর্শন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০২৫ সালে ৫% এবং ২০৩০ সালে ১০% আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনতে হবে। পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমানো জন্য ২০১৫-২০২০ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে মারাত্মকভাবে আহত হবার ঘটনা ছিল ২০১৫ সালে ৩৮২টি, ২০১৯ সালে ২২৮টি এবং ২০২০ সালে ১৭টি। তাছাড়া ২০১৫ সালে মারাত্মক নয় এমন ঘটনা ছিল ২৪৬টি, ২০১৯ সালে ১১১টি এবং ২০২০ সালে ১১৮টি। সুতরাং শতাংশ হারে আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি নিয়মিত এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে ২০২০ সালে ডাটা আপলোড করা হয়েছে এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বরে নতুন ডাটা আপলোড করা হবে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং সেফইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । মালিক ও শ্রমিকদের নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক সভা করা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপসচিব (কর্মসংস্থান) জানান, এ ইন্ডিকেটর বাস্তবায়নের জন্য কারখানাসমূহের ঝুকি নিরুপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে ২৫০০ কারখানাকে ঝুঁকি নিরুপন করার জন্য আরেকটি প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ঝুকি নিরুপনের পর সেগুলো সংশোধনের প্রকৃয়া গ্রহণের জন্য এসকল ঝুকি নিরুপিত কারখানার Corrective Action Plan (CAP) বাস্তবায়নের জন্য প্রথক একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

০৬। সূচক ৮.৮.২-এর ডাটা প্রদানের বিষয়ে যুগ্মসচিব (আই,ও) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর বলেন যে, আইএলও-এর কনভেশন অনুযায়ী এসডিজি'র সূচক ৮.৮.২ এর প্রধান কাজ শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা । ইন্ডিকেটরটির মেটাডাটা বিশ্লেষণ করে তথ্য/উপাত্ত প্রস্তুত করে কর্মসংস্থান শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে । ইন্ডিকেটর ৮.৮.২ এর সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া শ্রম আইন ও নীতিমালা, ইপিজেড শ্রম আইন, Collective bargaining সহ অনেক ধরনের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। উপসচিব (কর্মসংস্থান) সভায় জানান যে, আলোচ্য ইন্ডিকেটরটির ডাটা এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করার দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের । প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত ডাটা বিবেচনার জন্য বিবিএস বরাবরে প্রেরণ করা হলে বিবিএস থেকে প্রদত্ত ডাটা এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করার অনুরোধ জানানো হয়। মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সংস্থা অধিশাখার সাথে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট ডাটা দ্রুত এসডিজি ট্র্যাকারে বিবেচনার জন্য আপলোড করা হবে। আপলোডকৃত ডাটা ন্যাশনাল ডাটা কো-

অর্ডিনেশন কমিটি (NDCC) অনুমোদন দিলে ট্র্যাকারে ডাটা উন্মুক্ত হবে।

০৭। এসডিজি-এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কমিটির'র চতুর্দশ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসডিজি ইন্ডিকেটর ৮.বি.১ বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় লিড এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কো-লিড হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ ইন্ডিকেটর বাস্তবায়নের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় যুবনীতি ২০১৭" প্রণয়ন করা রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করার জন্য আগামী ২৫-১১-২০২১ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করা হলে মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা হতে ভেটিংয়ের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রকাশ করা হবে। ২০২১-২২ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নের কাজ সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে এবং চলতি অর্থ-বছরেই তা চূড়ান্ত করা হবে। তাছাড়া আইএলও ও বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় বাংলাদেশে National Employment Strategy (NES) প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইএলও কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত National Employment Strategy-এর চূড়ান্ত খসড়া উন্মুক্ত মতামতের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গত ৩১-১২-২০১৯ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নের পর National Employment Strategy- চূড়ান্ত করা হবে।

০৮। উপসচিব (কর্মসংস্থান) সভায় আরও বলেন, এসডিজি টার্গেট ৮.৬ এর আওতায় ইন্ডিকেটর ৮.৬.১ বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় লিড এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কো-লিড হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ ইন্ডিকেটরের মূল কাজ শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এমন যুবকদের (১৫-২৪ বছর) অনুপাত কমিয়ে আনা। NEET জনগোষ্ঠিকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর হতে কর্মে নিয়োজিতদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে কিন্তু বেকার জনগোষ্ঠিকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি এ দপ্তর হতে সম্পন্ন করা হয় না। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে। উপসচিব কর্মসংস্থান বলেন, NEET জনগোষ্ঠিকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণে আওতাভুক্ত করার মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২৫) অনুযায়ী ১,২৪,৩৫০ জনকে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের গঠনের কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে। অধিদপ্তরটি গঠিত হলে সম্পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাই অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্রম অধিদপ্তর হতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৯। এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে উপসচিব (কর্মসংস্থান) সভাকে অবহিত করেন যে, ইন্ডিকেটর ৩.৯.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই ডাটা প্রদানকারী হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে বাদ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে । তাছাড়া ইন্ডিকেটর ৮.৮.১-এ কর্মক্ষেত্রে আহত/মারাত্মক আহত হবার ঘটনার তথ্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) হতে নিয়মিত এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে ২০২০ সালে ডাটা আপলোড করা হয়েছে এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বরে নতুন ডাটা আপলোড করা হবে। ৮.৮.২ এর তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষথেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। দ্রুত এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হবে। এই ইন্ডিকেটরটি এতদিন টিয়ার ৩ এ থাকায় এবং মেটাডাটা নিশ্চিত না থাকায় তথ্য আপলোড করা হয়নি। সম্প্রতি এটিকে টিয়ার ২ এ স্থান দেয়া হয়েছে এবং মেটাডাটা নিশ্চিত করা হয়েছে। ৮.বি.১ এর তথ্য প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতিমালা ও জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশল চূড়ান্ত হলেই এটিকে এসডিজি ট্রাকারে আপলোড করা হবে।

১০। মন্ত্রণালয়ের এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা/একশন প্ল্যান প্রকল্পভিত্তিক তৈরি করা রয়েছে যা মন্ত্রণালয়ের এসডিজি কর্ণারে আপলোড করা রয়েছে। গত ১৯-০৯-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত Reviewing Progress of Implementation of National SDG Action Plan-বিষয়ক কর্মশালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের এসডিজি কর্মপরিকল্পনা আপডেট করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এসডিজি কর্মপরিকল্পনার আপডেট প্রতিবেদন এ সভার কাযবিবরণীর সাথে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য মতামত/পরামর্শ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রদান করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, এসডিজি টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। তাই মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরের চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্পের সাথে এসডিজির টার্গেট সংযুক্ত করা প্রয়োজন। সম্প্রতি বিষয়টির গুরুত্ব

অনুধাবন করে মন্ত্রণালের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক মুখ্য সভা এডিপি পর্যালোচনা সভায় এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১১। উপসচিব, জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন বলেন, গত ১২-০১-২০২১ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক এবং এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদান বিষয়ক দিনব্যাপি দুটি কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার এসডিজি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং দেশের এসডিজি বাস্তবায়নকারী উধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মশালা আয়োজনের জন্য খসড়া প্রস্তাব সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ্য করেন, মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার এসডিজি কমিটির অনেক সদস্যবৃন্দের বদলীজনিত কারনে কমিটিসমূহ পরিবর্তন করার প্রয়োজন। কমিটি পরিবর্তন করা হলে সংশোধিত কমিটির কপি স্ব-স্ব এসডিজি কর্ণারে আপলোড এবং মন্ত্রণালয়েও প্রেরণ করতে হবে।

১২। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে রিপোর্ট রিটার্ণ এবং তথ্য/উপাত্তসমূহ যথাসময়ে প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা-এর ওয়েবসাইটের এসডিজি কর্ণারে এসডিজি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবে আপলোড করায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়ন
১.	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত 'ছক' অনুযায়ী অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়।	ইন্ডিকেটরভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ, এসডিজি বিষয়ক অধিদপ্তর সমূহের কমিটি ও কর্মসংস্থান শাখা
২.	মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এসডিজি'র সূচক ৮.৮.২-এ ডাটা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা ন্যাশনাল ডাটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি (NDCC)-তে উপস্থাপনের জন্য দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আই,ও), উপসচিব (কর্মসংস্থান), সিনিয়র সহকারী সচিব (আই,ও), সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
৩.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের SDGs ফোকাল পয়েন্ট কমিটি পদবী অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে। তাছাড়া শ্রম অধিদপ্তরের এসডিজি কমিটি ও নিম্নতম মজুরী বোর্ডের এসডিজি কমিটি সংশোধন করতে হবে।	কর্মসংস্থান শাখা, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড
৪.	প্রকল্পভিত্তিক আপডেট এসডিজি কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	কর্মসংস্থান শাখা
৫.	দিনব্যাপি একটি কর্মশালা আয়োজন করার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে।	কর্মসংস্থান শাখা

১৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

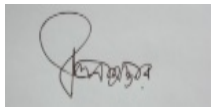

ড. সেলিনা আক্তার
অতিরিক্ত সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৩৫.১৬.০০৯.২১.৬১

তারিখ: ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
১৭ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) (সদয় অবগতির জন্য)

২) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৩) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

৪) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড

৫) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় তহবিল

৭) প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৮) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত), সমন্বয় ও আদালত অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৯) যুগ্মসচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১১) উপ-সচিব, রপ্তানীমূখী শিল্প অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২) উপসচিব, মজুরী বোর্ড শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৩) উপসচিব, শ্রম শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৪) মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর একান্ত সচিব, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) এর দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (সদয় অবগতির জন্য)

১৫) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সদয় অবগতির জন্য)

১৬) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সদয় অবগতির জন্য)

১৭) উপ পরিচালক, এসডিজি সেল, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা শাখা-১, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৯) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটের এসডিজি কর্ণারে আপলোডের অনুরোধসহ)

শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপ-সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)